চাভাষা বাংলা

মনোজকুমার দ. গিরিশ

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে অ-বাণিজ্যিক পত্র - পত্রিকাগুলি। কারও প্রচার সংখ্যা কম, কারও একটু বেশি -- কিন্তু গুত্বে কেউই কম নয়। প্রাণের আবেগে কোথাও খামতি নেই। নিজেরহাত - খরচের পয়সা বাঁচিয়ে, টিফিনের, সংসারের খরচা বাঁচিয়ে, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চিত করে টাকা বাঁচিয়ে এই অ-বাণিজ্যিক পত্র - পত্রিকাগুলির প্রকাশ/ সম্পাদকরা বাংলা সাহিত্যের ধির জোগাচ্ছেন। তাই তো বাংলা সাহিত্য এত বেগবান। কখনও এখানে ভাঁটার স্রোত নেই। প্রতিমাসে পাঁচটা পত্রিকা বিলুপ্ত হয় তো ছ'টা নতুন জন্মায়। একজন জাপানি বহুভাষাবিদ পণ্ডিত বলেছেন - আমি পৃথিবীর কয়েকটি ভাষা শিখেছি। বাংলাভাষা সবচেয়ে সুন্দর এবং মধুর মনে করি। বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। বাংলাভাষা তার ভাষা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। (কাজুও আজুমা -- ৩০/১২/১৯৯৯, ঝি বাংলা সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে প্রদত্ত ভাষণ।)

যাঁরা স্বল্প - প্রচার এসকল অ-বাণিজ্যিক পত্র - পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেন, তাঁরা যে কী মমতায় তিল তিলকরে তাঁর পত্রিকাটি গড়ে তোলেন তা অবিশ্বাস্য। মুদ্রিত প্রতিটি হরফ যেন তাঁরা পক্ষপুটে আলগোছে বয়ে বেড়ান --- যেন তাতে রোদ জল ঝড় আঘাত কিছু না লাগে। এঁরা আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন --- তাই বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চির - জাগুক, চির - ভাস্বর হয়ে থাকবে। কারণ, নেশার একটা বিড়ি না কিনে যে পয়সায় এঁরা একটাপোস্টকার্ড কিনে বাড়ি ফেরেন --- এ ভালোবাসা বাংলাভাষাই পায়।

তবু এঁরা মুখচোরা --- নিজের ভালোবাসার কথা হাট করে দশ কান করতে লজ্জা পান। নিজের লেখা কবিতা গল্প এবং অন্যের রচনা প্রকাশ করার মধ্যে যে বিম্ববতী আশা তাই না ভালোবাসা --- তারই নাম বাংলাভাষা।

যে - বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের এত গর্ব আনন্দ আবেগ নীরব ভালোবাসা, সেই বাংলাভাষা নিয়ে দু - চার কথা বলার জন্যেই এই কথানির্মাণ। শুধু একতরফা বলা নয়, পাঠকদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সৎ পরামর্শ, আদেশ, নির্দেশ শুনতে চাই। বাংলা যেমন আমার ভাষা -- সেটা তাঁদেরও ভালোবাসা।

বাংলা বানানের সমস্যা চিরকালীন। তার সমাধান এখনও হয়নি। চেষ্টা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে--- এভাবেই সঠিক পথ একদিন পাওয়া যাবেই। যাঁরা বাংলা বানানের সমস্যা নিয়ে ভাবছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপারটা তাঁদের ভাবতে হবে। কেবল নিজের মতামত দিলে হবে না --- নিখুঁত, অকাট্য এবং বাস্তবমুখী যুক্তির উপর বাংলা বানানকে দাঁড় করাতে হবে।

'চী' শব্দটি এভাবেই লেখা হবে, কিংবা লেখা বলে 'চিন'? একদল বলেন বানান হবে চীন, অন্য দল বলেন --- না, এর বানান হবে চিন। দুই দলই তাঁদের যুক্তি উপস্থিত করছেন। কিন্তু যুক্তির এই দৃষ্টিভঙ্গি টিই আমূল পাল্টাতে হবে, আর সেটা দু দলকেই। এখন বহু শব্দের বানানই পাল্টানো হচ্ছে --- বাড়ী - বাড়ি, গাড়ী - গাড়ি, শাড়ী -শাড়ি, পাখী - পাখি, নদীয়া - নদিয়া, শ্রেণী - শ্রেনি ইত্যাদি। বাংলায় প্রায় দেড় লক্ষ শব্দ, তাই প্রতিটি শব্দের বানান ধরে ধরে এরকম বানান পরিবর্তন করতে চাইলে তার জন্য হাজার বিশেক নিয়ম করতে হবে, এবং সেই নিয়ম মেনে শব্দের বানান লিখতে হবে। কিন্তু সেটা বাস্তবে করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এর চেয়ে কাজ সহজ হবে মুখস্থটা করা!

কিন্তু মুখস্থ করতে গেলে সমস্যাও কম নেই। কোন্ অভিধানের বানান আপনি অনুসরণ করবেন? প্রত্যেক দু'টি অভিধানের বানানই তো অনেকক্ষেত্রে আলাদা। তাহলে?

বাংলা যুক্তাক্ষরের ব্যাপারটা এখন সংবাদ হয়ে উঠেছে। নানা লেখালেখি চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে বাংলা যুক্তাক্ষর নিয়ে। কথাটা 'বাংলা যুক্তাক্ষর', ইংরেজিতে কিন্তু যুক্তাক্ষর নেই। ইংরেজি ভাষা, বাংলার চেয়ে উন্নত এবং সারা পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তাক্ষর না হলেও ভাষা লিখতে অসুবিধে নেই। বরং তা উন্নত ভাষারূপেই বিরাজ করতে পারে।

যুক্তাক্ষর কী? একটি হরফের সঙ্গে অন্য একটি বা দুটি হরফ মিশিয়ে লিখলে হয় যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষরের গঠন সাধারণভাবে এমন হয় যে মিলিত হরফ দুটি বা তিনটি থেকে রূপ সম্পূর্ণ আলাদা হয়। যুক্তাক্ষর হল আসলে মণ্ড - বরফ। দু'টো / তিনটে হরফ মিলে দলা পাকিয়ে একাকার কাণ্ড। কিছু বাংলা যুক্তাক্ষর আছে যেগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় কোন্ কোন্ হরফে সংযোগ ঘটেছে, যেমন --- ছক্কা, বড্ড, ছন্দ, শব্দ। এখানে ক ক - ক্ক, ড ড - ড্ড, ন দ - ন্দ, ব দ -ব্দ ইত্যাদি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে দলা পাকানো তথা মণ্ড হরফ না লিখেও যুক্তবর্ণ হয়। সেসকল ক্ষেত্রে হরফ দলা পাকানো, সেসব ক্ষেত্রেও স্পষ্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে কিনা, বা লেখা যাবে কিন

া, দ্বন্দ্ব সেখানে।
যাঁরা পুরানো রীতির দলাপাকানো যুক্তাক্ষর বহাল রাখতে চান, এবং এসব পাল্টানোর বিরোধিতা করছেন তাঁরা হয়তো প্রাচীনপন্থী, বাংলা যুক্তাক্ষর সম্পর্কে হয়তো তাঁদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। প্রচলিত যুক্তাক্ষর - ব্যবস্থা এবং তা ব্যবহার করা কষ্টকর হলেও তা পাল্টানোর কথা তাঁরা ভাবছেন না।
আসলে যুক্তাক্ষর তথা যুক্তবর্ণ হল দু'টি/ তিনটি বর্ণের ধ্বনি - সংযুক্তি বোঝানোর ব্যবস্থা। যেমন - ছন্দ বললে ন আর দ বর্ণদুটির ধ্বনি - সংযুক্তি বোঝায়। তেমনি স্তব বললেও স এবং ত বর্ণদুটির ধ্বনি - সংযুক্তি বোঝায় কিন্তু এদের চরিত্রগত পার্থক্য আছে। আমরা ছন্দ - ছন্দ লিখতে পারি, বলতেও পারি। কিন্তু স্তব যদি 'স্তব' লেখা হয় তবে তা অনুমোদন পাবে না, আর এভাবেও উচ্চারণ করাও কঠিন। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ধ্বনি - সংযুক্তি বা যুক্তধ্বনি হল সান্দ্র, তাই এদের বিশ্লিষ্ট করে লেখা যাবে না, সহজেও বলাও যাবে না। অবশ্য বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে তা মণ্ড হরফ না করেও স্পষ্ট করে লেখা যাবে, স্তব - স্তব এই স্পষ্টতাকে ইংরেজিতে বলা হয় Transparency/ transparent. দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বাংলা যুক্তবর্ণ লেখার পদ্ধতি নিয়ে। বাংলা যুক্তাক্ষরের কিছু যদি স্পষ্ট করে লেখা যায়, তবে অন্যগুলোও কেমন তেমনই স্পষ্ট করে লেখা যাবে না ? প্রশ্ন তা নিয়ে।
এতক্ষণ যে বলছিলাম, ইংরাজিতে যুক্তাক্ষর নেই, তা ঠিক নয়। ইংরাজিতেও যুক্তবর্ণ আছে, তবে তা মণ্ড হরফ করে লেখা হয় না। তাই তা আমাদের কাছে যুক্তাক্ষর/ যুক্তবর্ণ বলে মনে হয় না। Stop, School- স্টপ, স্কুল - স্টপ, স্কুল। বিভিন্নভাবে লেখার এই তিনটি ক্ষেত্রেই যুক্তবর্ণ আছে, তবে কেবলই মাঝেরগুলি (স্ট, স্ক) আমাদের কাছে যুক্তবর্ণ বলে মনে হয়। ইংরেজি বর্ণ হল Alphabetic , কিন্তু বাংলা সম্পূর্ণত Alphabetic নয়, তাই স এবং ট পাশাপাশি বসালে তা স্ট হয় না, তা হয় সট, তেমনি স এবং ক পাশাপাশি বসালে তা স্ক হয় না, তা হয় সক। কিন্তু লেখার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে লিখলে তা স্ট - সট, এবং স্ক - সক হবে। লাইনো টাইপে খানিকটা এই প্রকৃতিকে ধরা হয়েছিল। হ্যালহেড সাহেবের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ বইখানিতে (A Grammar of the Bengali Language), বাংলা - শব্দের উদাহরণ দেওযা হয়েছে বাংলা হরফে, সেই বই থেকেই প্রথম বাংলা বিচল হরফে (movable type) ছাপা শুরু হয় - বাংলা যুক্তবর্ণের এই প্রকৃতিটি সেখানে বেশ স্পষ্ট। Stop, School এই শব্দ দুটিতে ইংরেজি যুক্তবর্ণ গঠনের যে পদ্ধতি দেখি তাকে বলা যায় হরফ পাশাপাশি বসানো বর্ণ - সমাবেশ পদ্ধতি, আর বাংলা হরফে লেখা স্টপ, স্কুল ইংরাজি শব্দ দুটির পদ্ধতি হল মণ্ড হরফ পদ্ধতি, এবং নতুন পদ্ধতিতে লেখা সটপ, সকল, সতব, সকুল, সতব, সমল, সথল, হল বর্ণ - সমবায় পদ্ধতি।
প্রাচীন দিনে মানুষ হরফের উপর হরফ চাপালে তাদের ধ্বনি - সংযুক্তি অনুভব করতে পারত না। তাই যুক্তধ্বনি বোঝাবার জন্য হরফের উপর হরফ চাপিয়ে যুক্তহরফ বা যুক্তবর্ণ তৈরি করা হত। পরবর্তীকালে মানুষের মেধা যখন বিমূর্ত চেতনাকে ধারণ করতে শিখল, তখন হরফ পাশাপাশি বসিয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি করতে আরম্ভ করে, এবং এই ধরণের যুক্তবর্ণ থেকেই তারা যুক্তধ্বনি অনুভব করতে শেখে। যুক্তধ্বনি বোঝাবার জন্য প্রাচীন দিনের সেই হরফের উপর হরফ চাপানোর অপ্রত্যক্ষ্য স্মৃতি ইংরেজিতে এখনও খানিকটা রয়ে গেছে। যেমন আছে --- [A+B] AE ae, [O + E] CE ce , ইত্যাদি ধরনের যুগ্ম হরফ গঠন। আমাদের বাংলায় রয়ে গেছে সে সবের প্রায় পুরোটাই। সকল প্রাচীন লিখন - ব্যবস্থাতেই হরফের উপর হরফ বসিয়ে বা হরফের সঙ্গে হরফ জুড়ে 'মণ্ড - হরফ' করে লেখা হত। মিশরীয় প্রাচীন পিলনেও এসব ছিল। বাংলায় আমরা তা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বাংলা আকাদেমি যদি তা কাটিয়ে উঠতে চান তো তাকে দু'হাত তুলে সবার সমর্থন করা উচিত। বাংলা যুক্তবর্ণের এই স্তিমিত - গতিসম্পন্ন মণ্ড - হরফব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। তাতে বালো বর্ণের Alphabetic চরিত্র ক্রমে আরও স্পষ্ট এবং জোরালো হয়ে উঠবে। প্রাচীন রীতি, তথা ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা সব সময় যে সুবিধাজনক নয় সেকথা খেয়াল রাখা দরকার।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির একজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হল - শব্দের ধ্বনিগত ছবিটাও যাতে যুক্তাক্ষরে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, সেই জন্যেই নতুন যুক্তব্যঞ্জন চিহ্ন, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের চেহারা বদল। যুক্তব্যঞ্জনের চিহ্নটি 'স্বচ্ছ' থাকলে অর্থাৎ তার ব্যঞ্জনগুলির চেহারা আলাদা আলাদা ভাবে স্পষ্ট চেনা গেলে শিক্ষার্থী তা সহজে শিখতেপারে।' এ কথার মধ্যে অতি বাস্তবতা ফুটে উঠছে। ভাষা - বিশেষজ্ঞ ছাড়া এমন সুন্দর সহজ কথা আর কে বলতে পারেন? বাংলা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা তো বটেই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা ক'টিরও একটি। সে ভাষায় লেখা ব্যাপারটা জটিল - যুক্তবর্ণের চাপে অকারণে জটিল হয়ে থাকবে কেন? ছাপাখানার ব্যাপারে প্রকাশকরা যা আশঙ্কা করছেন সেকথা লাইনো ছাপা শু সময়েও মনে হয়েছিল। তাঁদের আশঙ্কা অমূলক বলেই মনে হয়। লেখাটা সহজ হলে পড়াটাও সহজ হয়, ফলে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে। প্রকাশকরা নিশ্চয়ই সেটা চাইবেন। শিক্ষার দ্রুত বিস্তার মানে বইপত্র, পত্রিকা এবং খবরের কাগজের বিক্রি বাড়বে। এজন্য বাংলা কম্পোজিং -এর নতুন আধুনিক কম্পিউটার সফট্ওয়ার নাহয় তাঁরা বা নিয়ে নেবেন।
হ্যালহেড সাহেব ইংরেজিতে প্রথম যে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন, সেটাই প্রথম বিচল হরফে বাংলা ছাপা। ছেনি দিয়ে তার ছাপার টাইপ তৈরি করেন পঞ্চানন কর্মকার। হ্যালহেড সাহেবের বইখানির পৃষ্ঠা ১৮ থেকে ২২ অবধি দেখলে বাংলা যুক্তবর্ণ কেমন করে

গঠন করা হয়েছে তা অনেকটা স্পষ্ট হবে। বিদেশি বলেই এ-দেশীয় কোন প্রাক- সংস্কার (Prejudice) না - থাকায়, অতখানি যুক্তিভিত্তিক যুক্তবর্ণ গঠন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যদিও বাংলা টাইপ - সাঁট বা ছাপার হরফের আদল নেওয়া হয়েছে হ াতের লেখাকে অনুসরণ করে। যাঁদের হাতের লেখাকে বিভিন্ন সময়ে অনুসরণ করে বালো টাইপের গঠন করা হয়, তাঁরা হলেন --- কালীকুমার রায়, খুশমৎ মুনশী ও হরমোহন রায়, খুশমৎ মুনশী ও হরমোহন দত্ত। বিদ্যাসাগরের কাছ জন মারডক ২২/২/১৮৬৫ তারিখে বাংলা বানান সংস্কারের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে তিনি বাংলা যুক্তবর্ণ লেখার এক যুক্তিভিত্তিক প্রস্তাব দেন, যা ছিল খা নিকটা হ্যালহেডের রূপায়িত যুক্তবর্ণের মতোই (Letter to Babu Iswarchandra Vidyasagar on Bengali Typography – John Murdoch) । যে যুক্তবর্ণ - ব্যবস্থায় বিদেশিরা সহজে বাংলা শিখতে পারবেন, তা যে বাঙালিদের পক্ষে আরও সহজ এবং আনন্দদায়ক হবে সে কথা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। মনে রাখতে হবে যে, হ্যালহেড সাহেবের বইখানি হল ইংরেজিতে লেখার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। বিদেশি বলেই সেখানকার চিন্তাভাবনা খুবই গুত্ব পাবার যোগ্য। আর একটি কথা হল যে, এখানে সংস্কৃত লেখা হয়েছে বাংলা হরফেই, কারণ বাংলা হরফই হল বঙ্গভাষী এবং অঞ্চলে সংস্কৃত লেখার লিপি। এখানে পদ্ম লেখা হয়েছে পদম। হ, ক্ষ, গ্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে হন, হম, গধ (অর্থাৎ বর্ণ দুটি পাশাপাশি বসিয়ে)। এছাড়া আছে ঙক, ঙখ, ঙগ, ঙঘ, নত, নথ, নদ, নধ, সন, সব, সক, সত, সথ, দগ, দধ, শচ, চছ, বজ, হন, ইত্যাতি ইত্যাদি।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার অনেক উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু বাংলা যুক্তবর্ণের গঠনে আমরা তাঁদের পরামর্শ অনুসরণ করিনি, তাই বাংলা যুক্তবর্ণ এখনও এত জটিল হয়ে রয়েছে। যাঁরা কম্পিউটারে বাংলা লেখেন বা কম্পোজ করেন তাঁরা জানেন বাংলা টাইপ করা কত কঠিন এবং জটিল। যুক্তবর্ণ গঠনের পরিবর্তনে তথা স্পষ্টতা - বিধানে ভাষার কোন পরিবর্তন হবে না, বরং লেখা সহজ হবে।

প্রাচীন দিনে ণ লেখা হত ল - এর মতো। হাতে লেখা ণ এবং ল বর্ণ দুটির মধ্যে তফাৎ বোঝা কঠিন, তাই ষ্ ণ ষ্ণ ষ্ণ গঠন বোঝাও কঠিন। দেখে এটা ষ্ ঞ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। ব্যাপারটা শিক্ষার্থীদের কাছে পরিষ্কার হলে লাভই হবে।

প্রাচীন দিনে (প্রায়) ঙ্গ রূপটি ব্যবহার করে অন্তত ৮ রকম সংযোগ বোঝান হত --- সঙ্গীহীন ঙ্গগল - - - ঙ্গশ মুখে বিঙ্গের মত নিঙ্গেশ হল। এই কথাটি আসলে হল --- সঙ্গীহীন ঈগল বিশুদ্ধ কুশ মুখে মত নিদ্ধেশ হল ঙ্গ গুঙ্গ, কু, কৃ, গগ, ঙ্গ, জ্ঞ, দ্দ, দ্ধ (৮ রকম)।

হাতে করে কলম ঘুরিয়েত লেখার সুবিধার জন্য এক কালে মণ্ড - হরফ করে যুক্তবর্ণ লেখার চলন হয়েছে। আজ তা কেবল হাতে করেই লেখা হয় না, বাংলা ছাপার কাজ শু হয়েছে ১৭৭৮ সাল থেকে, প্রায় সোয়া দু'শো বছর আগে। এখন তো আবার কম্পিউট ার এসব কাজের প্রধান হাতিয়ার হয়েছে। তাই পুরনো ব্যবস্থায় পরিবর্তনআনা খুব জরি হয়ে পড়েছে। সবাই - সারা পৃথিবী কম্পিউটারের পিঠে চেপে রকেটের বেগে দ্রুত এগোবে আর আমরা কি পিছিয়ে থাকব, আর পিছন থেকে কেবল দেখব? স্পষ্ট বা স্ বচ্ছ যুক্তবর্ণ লিখতে না - চাওয়ার অর্থ কিন্তু তাই-ই দাঁড়াচ্ছে। বাংলা প্রচলিত যুক্তবর্ণ অর্থহীন জটিলতা ছাড়া আসলে আর কিছুই নয়। কম্পিউটার অনেক অসম্ভব কাণ্ডও করে ফেলতে পারে। সে জন্য যদি আমরা তাকে দিয়ে ঘোরানো পেঁচানো হাতের লেখাকে অনুসরণ করতে শেখাই, তবে আমাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে না। যাঁরা বাংলা কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছেন তঁ াদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বাংলায় আছে মোট ৩৫৪ টি বিশুদ্ধ যুক্তবর্ণ। এর ৫৬ টি যুক্তধবনি (সান্দ্র ধবনি), অর্থাৎ তা বিশেষ ত্রিয়া ছাড়া সাধারণ পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট করে লেখা (এবং বলা/ উচচারণ করা) যাবে না। বাংলায় দুই বণ, তিন - - - এবং চার বর্ণ মিলে যুক্ত বর্ণ হয়। এর বেশি বর্ণের মিলনে বাংলা যুক্তবর্ণ নেই। বাংলায় দুই বর্ণ মিলে যুক্তবর্ণ হল ২১৫টি,তিন বর্ণ মিলে যুক্তবর্ণ হল ১২৫টি, চার বর্ণ মিলে যুক্তবর্ণ হল ১৪টি, এই মোট ৫৪টি। বাংলায় প্রচলিত যুক্তবর্ণ গঠনে তিনটি প্রধান ভাগ দেখা যায় -- স্পষ্ট, মোটমুটি - বোধ্য এবং দুর্বোধ্য।

স্পষ্ট মোটামুটি - বোধ্য দুর্বোধ্য

ক ক - ক্ক ঞ ছ - ঞ্ছ ক ষ - ক্ষ

ড ড - ড্ড ট ট - ট্ট ঙ গ - ঙ্গ

ন দ - ন্দ ত থ - ত্থ ষ ণ - ষ্ণ

ব দ - ব্দ ন থ - ন্থ হ ম - হ্ম

যুক্তবর্ণগুলি সবক্ষেত্রেই স্পষ্ট এবং স্বচছ করে লিখতে হবে, কক, ডড, নদ, বদ, টট তথ ঙগ হম। শকত দগধ আচছা লজজা অনন, ওনন, পনথা বনধ, গলপ, মলল (এবং ঞছ, কষ, ষণ) ইত্যাদি। (নিবন্ধকারের তৈরি বাংলা নতুন - বানান লেখার কম্পিউটার সফট্ওয়্যারে উদাহরণগুলি লেখা। ত্রুটি যা - কিছু সব তাঁরই অদক্ষতার কারণে)।

আমরা কি এই আধুনিক যুগে পৌঁছেও চিন্তাভাবনায় পিছিয়ে পড়ছি? যদি সত্যিই তা হয়, তবে তা দূর করার সর্বতোভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এবং তা এখুনিই।

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যা বলেছেন এখানে তার উল্লেখ করি -- 'যদি এমনভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও শিখিতে হয়, এবং না শিখিলে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়ে যায় ও অন্য শত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পুরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে; বাঙ্গলার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমনভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং বাস্তুতার কারণ নাই। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্বক আমার জননী বঙ্গভাষাকে অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে।'

বাংলা লেখার ব্যাপারে অন্য একটি সমস্যা আছে, সেটি বরং ভাবা দরকার। বাংলাভাষী সকল অঞ্চলের মানুষ যাতে একই রকম পদ্ধতিতে বাংলা লেখেন সে জন্য বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কাছাড় শিলচর সহ অহম, মণিপুর, মিজোরাম, ন্যাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, অণাচল সহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল, সমগ্র আন্দামান দ্বীপভূমি, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্রিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি এবং দেশ ও বিদেশের নানা অংশে বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি এবং বাঙলাভাষীদের নিয়ে বি- বাংলা আকাদেমি তৈরি করা বেশ জরি হয়ে পড়েছে। তাতে বাংলাভাষী সকল মানুষের মধ্যে বাংলা লেখার ভিন্নতা ঘটবে না। লিখনব্যবস্থা তো এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি।

একটি ভাষার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রাজনৈতিক সমর্থন, এবং তার সঙ্গে দরকার অর্থনৈতিক সমর্থন। বাংলাভাষা এতদিন ভারতে কোথাও রাজনৈতিক সমর্থন পায়নি। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা' বাংলাভাষাকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছে। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর ফলে বাংলাভাষা কেবল ঝাড়খণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাবেনা, সারাদেশেই বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা হবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারগুলি এবং রাজ্যের রাজনৈতিকদলগুলিও ক্রমে বাংলাভাষাকে রাজনৈতিক সমর্থন দেবে। এবার আর তাঁরা বাংলাভাষার ব্যাপারে অমনোযোগী থাকতে পারবেন না।

বাংলাভাষাকে অর্থনৈতিক সমর্থন দেবেন বাংলাভাষীরা সকলে। (খেয়াল রাখা দরকার, ১। বাংলাভাষীরা সকলেই বাঙালি নন, এবং ২। বাংলা লিপিও লেখা ভাষা সবগুলি বাংলা নয়, অর্থাৎ বাংলা ছাড়া অন্য অনেক ভাষাবাংলা লিপিতে লেখা হয়। লিপির নাম 'বাংলা' হলেও তা এখন আর বাঙালির নিজস্ব নয়।) বাংলাভাষীদের আর্থিক অবস্থান দুর্বল। তাই এ ব্যাপারটা বাংলাভাষীদের ভেবে দেখতে হবে যে, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান কেমন করেউন্নত হতে পারে। বাংলাভাষীদের সকলকেই এজন্য একটি কাজ করতে হবে। তা হ'ল --- ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে নেমে নিজেদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা। সেই সঙ্গে সর্বপ্রথম কাজটি হল, বাংলাভাষীদের দোকান ও প্রতিষ্ঠান থেকেপ্রয়োজনের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনা। এর ফলে বাংলাভাষীরা তাঁদের ব্যবসায়ে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে ক্রমে আর্থিকভাবে স্ব - নির্ভর হয়ে উঠবেন। একটি জাতির আর্থিক বিকাশ কেবলমাত্র চাকুরি করে বা পরের গদিতে কাজকরে হতে পারে না। তাই বাংলাভাষীরা নিজেদের মঙ্গল চাইলে -- বাংলাভাষীদের দোকান ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনের যাবতীয় জিনিসপত্র কিনবেন। এর মধ্যে কোন প্রাদেশিকতা বা ক্ষুদ্র চেনার ব্যাপার নেই। কারও বিদ্ধে না গিয়ে, কারও বিদ্ধে কিছু না করে, কারও বিদ্ধে কিছু না বলে, নিজেদের মঙ্গলের কথা ভাবা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

(বিঃ দ্রঃ --- কথায় বলে, না কাঁদলে মাও দুধ দেয় না। অর্থাৎ দাবি থাকলে তবেই তো লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে। তাই বাংলা বলুন, বাংলা কণ, সঠিক দাবি বেশি দিন দাবিয়ে রাখা যায় না। জনসংখ্যায় বাংলাভাষা পৃথিবীতে চতুর্থ জনগরিষ্ঠ, ভারতে দ্বিতীয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এবং মধুর ভাষাগুলির একটি হল বাংলা। ভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা, এবং বাংলা ভারতের মধুরতম ভাষাও বটে। ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে বাংলার জুড়ি মেলা ভার। গঠনসৌন্দর্যে বাংলা লিপি অতুল। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ভারতের মধ্যে একমাত্র তো বটেই, ইউরোপের বাইরে বাংলাই প্রথম পায়। তাই ডেঁটে যাবতীয় সব কাজ বাংলায় কন, দেশি বিদেশি সবার সঙ্গে বাংলায় কথা বলুন। বাংলা গান শুনুন, বাংলা সিনেমা দেখুন। সর্বত্র বাংলায় সবই কন, বাংলায় লিখুন, বাংলায় ভাবুন। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা কন। আপনি নিজে আন্তরিকভাবে চাইলে তবেই বাংলার প্রতিষ্ঠা হবে। ভাষা হল জীবন - জীবিকার মূল হাতিয়ার, বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা তাই আপনার অস্তিত্বের প্রশ্ন। সুতরাং সে-ব্যাপারে কোনও দ্বিধা নয়। কোনও আপোষ নয়।)

বাক প্রতিমা থেকে সংগৃহীত